আজ কাল পরশুর বারমাস্যা

- মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)

ভোর হয়ে আসছে । অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি এখনও । হাওয়ায় হিমের ছোঁওয়া । আবেশের চাদর সারা অঙ্গে জড়িয়ে প্রকৃতি ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন । দিনটা রবিবার । দীপাঞ্জন ওরফে দীপ এই সাতসকালে বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে । সার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে দেখার চেষ্টা করে তার ড্রাইভার অভ্র এসেছে কিনা । দেখতে না পেয়ে ফোনে তাকে ধরলো,

-- অভ্র উঠেছিস্ ? তাড়াতাড়ি গাড়ীটা নিয়ে আয় । আর দেরী করলে চক্রধরপুরের যানজটের মধ্যে পড়তে হবে । আজ কোন মতেই দেরী করা চলবে না রে ।

ওপাশ থেকে অভ্র উত্তর দেয়,

-- আমি তৈরী দাদা । আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব ।

অভ্র ওদের ড্রাইভার শুধু নয় , তার থেকেও বেশী । পরিবারের একজন বলতে গেলে । দীপ ওকে নিজের ভাইয়ের মতনই দেখে । থাকে বাড়ীর সঙ্গের গেস্টরুমে । ওদের পুরনো পাড়ার ছেলে । ছোটবেলা থেকে চেনা । ভদ্র, সপ্রতিভ ছেলেটিকে দীপ চিরকালই পছন্দ করে । কলেজ পাশ করার পর কিছুদিন চাকরির চেষ্টা করে, না পেয়ে দীপের কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল যে কোনও একটা কাজের জন্য । দুঃস্থ এই পরিবারটির জন্য তার সহানুভূতির অভাব কোন কালেই ছিল না । নানা ভাবে সাহায্যও করেছে সময়ে-অসময়ে । অভ্রর অনুরোধ সে ফেলতে পারেনি । একটু চিন্তা করে অভ্রকে বলেছিল,

-- তুই এক কাজ কর । গাড়ী চালানোটা শিখে ফেল । খরচ আমি দেব । তারপর তোর যদি আপত্তি না থাকে তাহালে আমার গাড়ীটা চালা । পরে যদি অন্য কোথাও ভাল কাজের সুযোগ আসে তাহলে তো কথাই নেই । সেখানে চলে যাস্, আমি আপত্তি করবো না ।

অভ্র সেই থেকে রয়ে গেছে । খুবই বিশ্বাসী আর নির্ভরযোগ্য । দীপকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে । আর ও আছে বলেই দীপ নিশ্চিন্ত মনে কাজের জন্য বাইরে যেতে পারে শ্রমণাকে রেখে । রান্নার মাসী অবশ্য আছেন । তবু একজন পুরুষ মানুষ পাহারায় থাকা আলাদা ব্যাপার ।

অভ্রর সঙ্গে কথা বলে ঘরে ঢুকে দীপ আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে তৈরী হতে । দীপের নিজের ব্যবসা । তাই খাটুনীও বেশী । শ্রমণা বোঝে সব । সেই জন্যে পারতপক্ষে কিছু বলে না । কিন্তু এক এক সময় আর পারে না । মেজাজ দেখিয়ে ফেলে । গতকাল রাতেও এক প্রস্থ হয়ে গেছে এই নিয়ে । অথচ কথা শুরু হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই । আসলে গত ক মাস ধরে দীপ ভীষণ ব্যস্ত । ফিরতে রোজ অনেক রাত হয় । সকালে বেরোয়ও তাড়াতাড়ি । তার ওপর ইদানিং রবিবারগুলিও কাজের জন্য চলে যাচ্ছে । শ্রমণাকে সেরকমভাবে সঙ্গ দিয়ে উঠতে পারে না । তাই যখন করুণ মুখে শ্রমণা বলেছিল,

-- কালকেও তুমি বেরোবে ? আবার আমি সারা দিন একা ?

দীপের খারাপ লাগে, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে বলে,

-- তোমার অসুবিধা কোথায় ? ছোট গাড়ীটা তো আছেই । ড্রাইভারেরও অসুবিধা নেই । সামনের হিন্দ মোটরস্‌কে বলা আছে । দরকার হলে ওরা ড্রাইভার দেবে । কোথাও ঘুরে আসতেও তো পার । আর নিজের কোথাও যেতে ইচ্ছা না করলে বন্ধুদের ডাকো বাড়ীতে ।

-- হুঁ, সকলের আমার মতন অবস্থা কিনা ! বাড়ীতে একা বসে আর ডাকলেই হুট্ করে চলে আসবে ।

একটু থেমে আবার বলে,

-- ঠিক আছে। বন্ধুদের না হয় ডাকলাম বাড়ীতে। কিন্তু তোমার কি একটুও সময় নেই আমার জন্যে, ছুটির দিনগুলিতেও কাজ ?

এই নিয়ে কথা কাটাকাটির মধ্যে যেতে চায় না বলে কোনও উত্তর না দিয়ে একটু হেসে নিজের কাজ করতে থাকে দীপ। কিন্তু শ্রমণার মন আজ কিছুতেই মানতে চাচ্ছে না। সে অবুঝের মতন নানা কথা বলেই চলে। বিবেকে লাগে বলে শ্রমণার অভিমান দীপকে বিচলিত করে। থাকতে না পেরে তাই উঠে দাঁড়িয়ে শ্রমণার হাত দুটো ধরে অনুনয় করে বলে,

-- প্লীজ শ্রী, একটু বুঝতে চেষ্টা কর। তুমি জান বিদেশ থেকে আজ একটা দল আসছে তাদের সব ব্যবস্থা না করলে তো চলবে না। ওরা আমাদের সবথেকে বড় ক্লায়েন্ট। ব্যবসা চালাতে গেলে তাদের খুশী তো রাখতেই হবে। তাই না ? কিন্তু আজ শ্রমণার মাথায় ভূত চেপেছে। কিছু বলবে না ভেবেও বলে ফেলে,

-- বেশ তো, তাই কর গিয়ে। পারলে ওখানেই থেকে যেও। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

চোখের জল চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। শ্রমণার স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যবহারে অবাক হয় দীপ। আজ শ্রী-র কি হোল ? আগে তো কখনও এমন করে নি। কি করবে বুঝতে পারে না। শুধু এইটুকু বোঝে যে এখন কিছু বলতে গেলে ফল উল্টো হবে। তাই হতাশ হয়ে শ্রমণার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

শ্রমণার ঘুম হয় না সারা রাত। একটা অপরাধ বোধে মনটা তার অবশ হয়ে আছে। গতকাল রাতে কি যে তার হয়েছিল ভেবে পায় না। কেন যে ওরকম অবুঝপনা করে ফেললো তাও কিছুতেই বুঝতে পারে না। আর সে কারণে দীপের সামনে যেতে একটা অস্বস্তিবোধ ও লজ্জা, দুইই তার মনে একসাথে কাজ করছে। আজ তাই সে কোন কথা না বলে চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখে যাচ্ছে। শ্রমণার নীরবতা দীপ অনেকক্ষণই লক্ষ্য করছে। ওর ম্লান মুখটা দেখে দীপ আর থাকতে পারে না। চকিতে ছুটে গিয়ে শ্রমণাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলে,

-- কি ব্যাপার শ্রী ? কোন কথা বলছো না যে ? এখনও আমার ওপর রাগ করে আছো ? সত্যি, আজকাল তোমাকে একেবারে সময় দিতে পারি না। ঠিক আছে, এবারে কাজটা শেষ হলে চলো আমরা কোথাও ঘুরে আসি। কোথায় যেতে চাও ঠিক করে রেখ। কি রাজী ?

লজ্জা, অস্বস্তি সব কাটিয়ে শ্রমণা এবার ঘুরে দীপের মুখোমুখি দাঁড়ায়। নরম সুরে বলে,

-- রাজী না হবার কি আছে বল ? তবে তোমার ইদানিং যা হাবভাব, কোনদিন দেখবো আমাকেই ভুলে বসে আছ।

-- যাঃ কি যে বল। তোমাকে ভুলে যাব ? এত অবিশ্বাস কর তুমি আমাকে ?

-- কি করব বল ? গতমাসে যেভাবে তুমি বিয়ের –

শ্রমণাকে কথা শেষ করতে দেয় না দীপ। ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,

-- প্লীজ, শ্রী প্লীজ, সেটা সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। তবে ভুল তো ঐ একবারই করেছি, তাই না ?

তারপর একটু কি যেন চিন্তা করে বলে ওঠে,

-- ঠিক আছে, আমি তোমার পিবি-কে ফোন করে দিচ্ছি যাতে সে তোমার কাছে চলে আসে। আর সেটা নেহাৎই অসম্ভব হলে অন্তত ফোনে যেন কথা বলে তোমার মন ঠিক করে দেয়।

শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে ওঠে শ্রমণার,

-- তুমি কার কথা বলছো ? আর ওই পিবিটাই বা কি ব্যাপার ?

হেসে ফেলে দীপ,

-- বাঃ এইটুকুও মাথায় ঢুকলো না ? চৈতী তোমার প্রাণের বন্ধু, তাই না ?

-- হ্যাঁ।

-- ওটাকেই একটু ছোট করে পিবি করে নিলাম আর কি !

শ্রমণা এবার হেসে ফেলে,

-- সত্যি, মাথায় আসেও তোমার !

মনের ভার নামিয়ে ঘর থেকে বেরোবার আগে তাড়া দিয়ে বলে যায়,

-- তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে খেয়ে নাও। টেবিলে খাবার দিয়ে দিচ্ছি। সময় কিন্তু আর বেশী নেই।

-- নাঃ, এই সাত সকালে কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।

-- একেবারে কিছু না খেয়ে বেরোবে ? একটু কিছু তো খাও।

-- ঠিক আছে একটু গরম চা দাও। সঙ্গে একটা বিস্কুট। আর কিছু না।

তাড়াহুড়ো করে কোন রকমে চা খেয়ে দীপ বেরিয়ে পড়ল। কথা দিয়ে গেল যত তাড়াতাড়ি পারে ফিরবে। গাড়ী বেরিয়ে যাবার পর গেট বন্ধ করে ফিরতে গিয়ে শ্রমণা দেখে গেটের কাছে শিউলী ফুলের গাছটা ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে হয়রান হয়ে গেছে যেন। গাছের নীচটা ঝরা ফুলে সাদা হয়ে আছে। শিউলি ফুলের হাল্কা মিষ্টি গন্ধ আকাশে-বাতাসে একটা মন কেমন করা উতলা ভাব ছড়িয়ে দিয়েছে। সব ভুলে ছুটে গিয়ে কোচড় ভরে ফুল কুড়োতে থাকে শ্রমণা সেই ছোটবেলার মতন। আসলে গাছটার সঙ্গে একটা প্রাণের বাঁধন আছে তার। খুব শখ করে বাপের বাড়ী থেকে ছোটবেলার সঙ্গী শিউলি গাছের চারা এনে লাগিয়েছিল বাগানে। সেই চারা এই ক বছরে গাছ হয়ে এই প্রথম ফুল ফুটিয়েছে। শ্রমণার মনটা তাই খুশীতে কানায় কানায় ভরা। ফুল কুড়ানো শেষ হলে মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। পূব আকাশে এক অপরূপ রং-এর খেলা। চারদিক রাঙ্গিয়ে সূর্য উঠছে। বিহ্বল শ্রমণা প্রাণভরে উপভোগ করতে থাকে এই পরম মুহূর্ত। এ দৃশ্য রোজ আর দেখা হয়ে ওঠে না। একটু পরেই শরতের নরম আলো গায়ে জড়িয়ে হেসে উঠল সুন্দর একটা ঝলমলে দিন। এত সুন্দর দিনটা একা কাটাতে হবে ভেবে শ্রমণার মনটা ভার হয়ে ওঠে। যে জায়গাতে ওরা থাকে এখন সেখানে যদিও সবই ভাল তবু কেন যেন ঠিকমতন মনটা তার বসছে না কিছুতেই। অথচ ওকে খুশী করার জন্যে আর সেইসঙ্গে ভবিষ্যত চিন্তা করে কোলকাতা থেকে সামান্য দূরে "সোনাঝুরি" কমপ্লেক্সের মধ্যে ছিমছাম ছোট্ট দোতলা বাড়ীটা দীপ কিনেছে কয়েক বছর আগে। উত্তর কোলকাতার বনেদী এজমালী বাড়ীর সব গণ্ডগোল, ঝগড়াঝাঁটি থেকে এখানে পালিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে শ্রমণা। প্রথম প্রথম ভীষণ ভাল লাগত। মুক্তির স্বাদটা প্রাণভরে উপভোগ করেছে। একটু থিতু হয়ে বাগান করায় মন দিয়েছে। বাড়ীর চারদিকে যে খোলা জমি ছিল সেখানে সে সুন্দর একটা বাগান তৈরি করেছে। সামনের দিকে ফুলের বাগান আর পিছন দিকটাতে তরি-তরকারী। মালীই অবশ্য সব করে। তবে শ্রমণাও খুব খাটে এই বাগানের পিছনে। গাছপালার প্রতি ভালবাসা তো আছেই। তাছাড়া এইসব কাজে ব্যস্ত থেকে সব কিছু ভুলে থাকতে চায় সে। অবসর সময়ে দীপও হাত লাগিয়েছে আগে। কিন্তু ইদানিং তার আর সময় নেই এসবের

জন্যে। সে এখন সর্বক্ষণ ছুটছে। আজ এখানে, তো কাল সেখানে, পরশু বিদেশে। বড় একা লাগে শ্রমণার। তার একাকীত্বটা দীপ বোঝে না। নাকি বুঝতে চায় না। এক এক সময় মনে হয় ছেলেদের বোধহয় সেই বোধটাই নেই। সত্যি কি তাই ? কে জানে।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে দেখে ভারী মন নিয়ে শ্রমণা ঘরে ঢোকে। একটা বড় কাঁচের বাসনে কুড়ানো শিউলি ফুলগুলো রেখে স্নানে ঢুকল। স্নান সেরে সোজা পুজোর ঘরে। পুজো শেষে যখন ঘরে ঢুকছে তার মনে হোল একটা গাড়ী এসে থামলো তাদের গেটের সামনে। এই সাতসকালে আবার কে এলো ভেবে বারান্দায় বেরিয়ে দেখে চৈতী এসেছে। বিস্রস্ত বেশবাসে, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় তাকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে চিন্তিত মুখে শ্রমণা ছুটে আসে।

-- চৈতী তুই ? এত সকালে ? কি হয়েছে রে ?

শ্রমণাকে সামনে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে চৈতী। আকুলভাবে বলে ওঠে,

-- শ্রী, তুই ঠিক আছিস শ্রী ? অবাক হয় শ্রমণা।

-- কেন রে আমার তো কিছু হয় নি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চৈতী বলে,

-- ওঃ দীপাঞ্জন পারেও। এমন করে ফোনে বললো – "যাও দেখ গিয়ে তোমার বন্ধুর অবস্থা। প্লীজ একটু শান্ত কর গিয়ে। ভয় হচ্ছে কিছু করে না বসে।" আমি তো ঘাবড়ে গেছি কি হোল ভেবে। দ্যাখনা, যেমন ছিলাম তেমনই চলে এসেছি। শাড়ীটা বদলাবার পর্যন্ত সময় পাইনি।

শ্রমণা তার হাত ধরে বলে,

-- আয়, ভিতরে আয়। সকালের খাওয়াও তো বোধহয় হয় নি। আমিও এখনও খাইনি। ভালই হোল, একসঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে। আর দিনটাও কাটবে ভালই। এত সুন্দর দিনটা একা একা কাটাতে হবে ভেবে কান্না পাচ্ছিল।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শ্রমণা বলে,

-- জানিস তোর একটা নতুন নাম হয়েছে।

উৎসুক হয়ে চৈতী তাকায় ওর দিকে। হাসতে হাসতে শ্রমণা বলে -- পিবি। অবাক হয়ে চৈতী বলে,

-- পিবি ? ঠিক বুঝলাম না তো। হঠাৎ এই উদ্ভট নামের মানে ?

-- পিবি মানে প্রাণের বন্ধু।

হেসে ফেলে চৈতী। -- দীপাঞ্জনটা সেই একই রকম রয়ে গেল। এতটুকু বদলায় নি।

সকালে খেতে বসে চৈতী বলে -- চল্, সব বন্ধুদের ডেকে একটা আড্ডা মারার ব্যবস্থা করি। অনেক দিন এক জায়গায় বসা হয় না।

শ্রমণার মনে দ্বিধা -- এত অল্প নোটিসে সেটা কি ঠিক হবে ? তার ওপর আজ আবার রবিবার। ক জন আসতে পারবে ?

-- চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ? কেউ না এলে দুজনে মিলে আড্ডা মারবো আজ সারা দিন।

অগত্যা শ্রমণা রাজী হোল। দুজনে মিলে পালা করে বন্ধুদের ফোন করতে শুরু করল। অনেকেই রাজী। তবে যারা আসতে পারবে না তারা সকলেই অভিযোগ করলো আরও আগে না জানানর জন্যে।

ফোন ছেড়ে দুই বন্ধুতে এবার আসর বসানোর ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়। রান্নার মাসীকে ডেকে দুপুরের খাবার তৈরীর কথা বলে। জানায় বন্ধুরা সব আসছে, তবে কতজন, জানা নেই।

ওদের দুশ্চিন্তাকে মিথ্যা প্রমাণ করে একে একে অনেকেই এসে পড়ল। দেখতে দেখতে হাসি-গল্পে বাড়ী ভরে উঠল। একজন করে আসে আর তাকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু হয় নতুন করে। একটু দেরীতে একমুখ হাসি নিয়ে নিঃশব্দে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো বিশাখা। প্রথমে চোখে পড়ে চৈতীর। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে,

-- আরে বিশাখা যে ! আমরা কি স্বপ্ন দেখছি নাকি ? আয়, আয়, গায়ে হাত দিয়ে দেখি সত্যি তুই কি না।

ওকে দেখে সকলেই অবাক। ছুটে আসে শ্রমণা। বিশাখাকে জড়িয়ে ধরে বলে, -- ভিতরে আয়, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন রে।

তারপর বিশাখার হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে এনে বসিয়ে দেয় সবার মধ্যে। সকলে ঘিরে ধরে তাকে। রিয়া বলে,

-- তুই ম্যানেজ করলি কি করে রে বিশাখা ? আমরা তো তোকে বাদই রেখেছিলাম।

প্রণতি যোগ করে,

-- তোর শাশুড়ী কি হঠাৎ বদলে গেলেন নাকি রে ? তোকে এত সহজে আজ আড্ডা মারতে ছেড়ে দিলেন।

বন্ধুরা সকলেই জানে শান্ত সরল মেয়েটা শাশুড়ীর দাপটেই হাবুডুবু খাচ্ছে সব সময়। হেন কাজ নেই যা ওকে করতে হয় না। বেচারা যেন হাঁফ ফেলার সময় পায় না। কাজের লোক পছন্দ নয়, তাই লোক রাখতে দেন না। তাছাড়া বাড়ীতে তো বৌ-ই আছে। এত করে বেচারা, তবু এতটুকু স্বীকৃতি বা সহানুভূতি নেই। উল্টে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছেও ওর নামে যা তা বলে বেড়ান। ওঁর আপত্তি না শুনে ছেলে বিয়ে করেছে, সে জন্যে যেন বৌ-ই দায়ী। আর তারই প্রতিশোধ নিয়ে চলেছেন। বিশাখা মুখ বুঁজে সব সহ্য করে। প্রতিমের কাছেও কোন অভিযোগ করে না। শুধু দিন দিন তার মুখের হাসি শুকিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা দেখে কলেজ জীবনের সেই মিষ্টি হাসিতে ভরা সুন্দর মুখের বিশাখাকে এখন আর চেনাই যায় না। ওকে ঘিরে একটা বিষাদের ভাব ছড়ান। সকলের সামনে সহজ হবার চেষ্টা করে সলজ্জ হাসে বিশাখা। ওর হাসি দেখে সকলে খুশী হয়। কপট রাগে দাবড় দিয়ে নয়না বলে ওঠে,

-- এ্যাই মেয়ে আবার হাসছে দেখ। বল্ না কোন মন্তরে তোর ঐ নমস্য শাশুড়ীকে ম্যানেজ করলি ? বশীকরণ মন্ত্রতন্ত্র শিখেছিস নাকি রে ? আমাকে একটু শিখিয়ে দিস তো। বলা যায় না কখন কোন কাজে লেগে যায়।

চূর্ণী ওপাশ থেকে বলে,

-- থাক্ তোর আর ওসব শিখে কাজ নেই। এমনিতেই যা -- তাতেই যথেষ্ট।

সকলে হেসে ওঠে একসঙ্গে। হেসে ফেলে বিশাখাও বলে,

-- যাঃ, কি যে বলিস। আসলে উনি এখন হরিদ্বার-হৃশিকেশ গিয়েছেন বেড়াতে বন্ধুদের সঙ্গে। মাসী শাশুড়ীকে রেখে গেছেন সব দায়িত্ব দিয়ে। উনি মানুষটা ভাল আর আমাকে ভালওবাসেন খুব। শ্রীর ফোন পেয়ে ওঁকে বলতেই রাজী হয়ে গেলেন। আমিও আর দেরী না করে ছুটতে ছুটতে চলে এলাম। কতদিন দেখা হয় না তোদের সঙ্গে। আজ তোদের সঙ্গে আড্ডা মেরে বুক ভরে অক্সিজেন নিয়ে যাব। আরামের দিনগুলির মেয়াদ তো আর বেশী দিন নেই।

নয়না বলে ওঠে -- নিয়ে নে, নিয়ে নে, অনেক বেশী বেশী করে। নইলে বাঁচবি কি করে ? বাব্বাঃ কি করে যে সহ্য করছিস এত বছর ধরে তুই-ই জানিস। আমি হলে বাবা ---

নয়নাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ধমকে ওঠে রাখী,

-- কেন ওর পেছনে লাগছিস ? বেচারা আসতে তো পেরেছে। তোর সবেতেই বাড়াবাড়ি। সকলে কি তোর মতন না কি ?

বকুনী খেয়ে অপ্রতিভ হয়ে নয়না বলে,

-- না রে বিশাখা তোকে দোষ দিচ্ছি না। তুই আর কি করবি ? যার ভরসায় সব কিছু , যে বিপদ-আপদ থেকে করবে, সেই বরটাই যে মায়ের আঁচল ধরা। কিছু বলার সাহস নেই। মুখে কুলুপ আঁটা। নিজের বৌকে যে আগলে রাখতে পারবে না, তার বিয়ে করা কেন বাপু ? তাও আবার প্রেম করে। প্রতিমের চোখ কি কোন দিনই খুলবে না। আশ্চর্য্য !

নয়নার কথা শুনে বিশাখাকে মুখ নীচু করতে দেখে রাখী আবার তাড়া দেয়,

-- নয়না তুই থামবি।

-- আচ্ছা বাবা আচ্ছা, আর কিছুই বলছি না। তবে বিশাখা শোন্ , তোকে একটা সত্যি কথা বলি। তোর ঐ নমস্য শাশুড়ী মা হাজার বার গঙ্গায় ডুব দিয়েও এক ফোঁটাও পুণ্যার্জন করতে পারবেন না। ওপারে যখন যাবেন, অত সহজে কি আর যাবেন ? তোকে আরও অনেক অনেক জ্বালাবার পরে অবশ্য তা যখনই হোক গিয়ে তো দেখবেন স্বর্গের রাস্তায় "নো এন্ট্রি" বোর্ড ঝুলছে। অগত্যা যে রাস্তায় "ওয়েলকাম" বোর্ড সেখানেই যাবেন, আর সেটা সো-জা নরকের দরজায় গিয়ে থামবে। আমি একেবারে একশো পারসেন্ট সিওর।

নয়নার কথার ধরণে সকল হেসে ফেলে। আড্ডা আস্তে আস্তে জমে ওঠে। অনেক দিন পরে সব একসঙ্গে হয়েছে। শ্রমণা এক ফাঁকে উঠে গিয়েছিল দুপুরের খাবারের তদারকি করতে। এবার সে ঘরে ঢোকে। সকলকে তাড়া দিয়ে বলে,

-- অনেক বেলা হয়েছে। আয় সকলে খেয়ে নে আগে। তারপর যত খুশী আড্ডা মার বসে। আরও দেরী করলে আবার ফেরার তাড়া পড়বে।

শ্রমণার কথায় সকলে খাবার ঘরে আসে। টেবিলে খাবারের আয়োজন দেখে সকলে একই সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল ,

-- শ্রী, একি করেছিস রে ! আজ কি বিশেষ কোনও উপলক্ষ্যে আমাদের ডেকেছিস ?

শ্রমণা হাসতে হাসতে বলে,

-- না রে, আমি কিছু করিনি। তোরা জানিস মাসীকে। সব ব্যবস্থা তাঁর।

খাবার টেবিলে আড্ডা আবার জমে ওঠে। একথা সেকথার মাঝে মন্দিরা হঠাৎ বলে,

-- তোদের রুক্মিনী, পদ্মিনীদের মনে আছে ? সেই যে রে দুই জমজ বোন। খুব হৈ হৈ করতো, চেহারা একেবারে একরকম ছিল। কোন জন কে, তা আমরা ধরতে পারতাম না বলে মজা করতো ?

শ্রাবন্তী বলে ওঠে,

-- মনে থাকবে না আবার। একে তো সুন্দরী ছিল দুজনেই। তার উপর কি ঝর্‌ঝরে সুন্দর বাংলা বলতো বল্ তো ?

শর্মিষ্ঠা যোগ দেয়, -- সত্যি, ওদের কথা শুনে বোঝার উপায় ছিলনা যে ওরা দক্ষিণ ভারতের। অবশ্য ওদের জন্ম, বড় হওয়া সবই কোলকাতাতে। তা একরকম বাঙালীই বলা চলে। হঠাৎ ওদের কথা কেন রে ?

-- কিছুদিন আগে রুক্মিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দক্ষিণাপনে। ও-ই দেখতে পেয়ে ছুটে আসে কথা বলতে। জানিস, আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। সঙ্গে স্বামী আর মেয়ে ছিল। আলাপ করিয়ে দিল। ভদ্রলোক বাঙ্গালী। পদ্মিনী থাকে ম্যাঙ্গালোরে। তার একটি ছেলে। অনেক দিন পর রুক্মিনীকে দেখে এত ভাল লাগল। সকলের খোঁজ নিয়েছে। একটুও বদলায় নি।

তারপর হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেল,

-- ইশ্ , ও তো ওর ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সবই দিয়েছিল আমাকে। আগে খেয়াল থাকলে ওকেও আজ ডাকা যেত।

চৈতী বলে, -- ঠিক আছে, পরের বার মনে করে ওকে খবর দিস্।

খাবার পর্ব শেষ হলে ওরা সকলে জড়ো হোল বসার ঘরে। নতুন উদ্যমে আবার সকলে ডুবে যায় নানান কথায়। চূর্ণী বলে,

-- এই যাঃ, তোদের বলতেই ভুলে যাচ্ছিলাম। সেদিন একটা নেমতন্নে গিয়ে জানিস অরুনাভর সঙ্গে দেখা। এখন তো ও ওদের পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করে। চেহারাটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। আমি তো চিনতেই পারিনি প্রথমে। এক গাল হেসে সামনে এসে দাঁড়িয়ে যখন বলল, "চিনতে পারছো ?" আমি আর সৌম্য একটুক্ষণের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওর হাসিটা তেমনই সুন্দর আছে। সেটাই ওকে চিনিয়ে দিল। কিন্তু বড় ম্লান হয়ে গেছে তা। চেহারা খারাপের কথা বলাতে বলল ব্যস্ত ভীষণ। প্রায়ই বিদেশে যেতে হয়। মাত্র দিন কয়েক আগে য়ুরোপ থেকে ফিরেছে। তাই ক্লান্ত। বিয়ে করেনি কেন সৌম্য জিজ্ঞাসা করাতে বলল ব্যস্ততার জন্য। সময়াভাবই নাকি একমাত্র কারণ। সৌম্যকে দেখে খুব খুশী হয়ে অনেক গল্প করল। আমার কেমন মনে হোল ও ঐ হাসি, গল্পের পিছনে একটা শূন্যতা বোধ রয়েছে। সুদেষ্ণার সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ধাক্কাটা পুরোপুরি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

রূপাঞ্জনা বলে উঠল, -- সত্যি, ওদের ছাড়াছাড়িটা মেনে নিতে কষ্ট হয়। কে ভেবেছিল এমনটা হতে পারে ? কারণটা বোধহয় কেউ জানেনা। সুদেষ্ণার খবর জানিস কেউ ?

শর্মিষ্ঠা বলে, -- ও তো কি একটা স্কলারশিপ নিয়ে জার্মানীতে চলে গেছে রিসার্চ করতে। যতদূর জানি ও-ও বিয়ে করেনি।

সকলেরই মনটা খারাপ হয়ে যায়। এতক্ষণের প্রাণবন্ত পরিবেশটা ভারী হয়ে উঠছে দেখে নয়না হাত তুলে বলে, -- আরে, আমারও তো রূপঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়েছে। অবশ্য বেশ কিছুদিন আগে। এমনিতেই বড়লোকের ছেলে ছিল, দেখেশুনে মন হোল এখন বোধহয় আরোই বেশী পয়সা হয়েছে। চেহারার যা চেকনাই হয়েছে না, দেখলে মনে হবে ফিল্ম-স্টার -- একেবারে নায়ক যেন ! তবে নাকউঁচু ভাব একেবারেই নেই। বেশ সহজভাবেই কথা বলল আমাদের দুজনের সঙ্গে।

নয়নার কথা শেষ হতেই শ্রাবন্তী সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, -- এবারের কলেজ রিয়ুনিয়ানে যাবি ? কতদিন যাইনা বলত ? যোগাযোগ করে দেখাই যাক্ না সকলে কি বলে। আমাদের গ্রুপটাকে অন্তত যদি জড়ো করা যায়, কি বলিস তোরা ?

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। চা খেতে খেতে মন্দিরা বলে,

-- মন্দ কি ! সকলেরই মত আছে বলে মনে হচ্ছে।

চৈতী এবার সকলকে বলে, -- যে যার বাড়ীর সকলকে পটিয়ে পাটিয়ে রাখ। পরে যেন ঝামেলা না হয়। রিয়া, নীলাভ্রকে বলিস ওর বন্ধুদের যেন খবর দিয়ে রাখে এখনই। বিশাখা, তোকে আর কি বলব ? প্রমিত যদি ম্যানেজ করতে পারে তার মাকে।

বিশাখা চুপ করে থাকে। আবার এক জায়গায় হবার একটা উপলক্ষ্য পেয়ে সকলেই খুশী। সংসারের ঝুট-ঝামেলা ভুলে সারাটা দিন হৈ হৈ করে বেশ কাটলো। এবার ঘরে ফেরার তাড়া। কোন

ফাঁকে যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ওরা টেরই পায়নি। একে একে সকলে উঠে পড়ে। দরজার সামনে এসে প্রণতি বলে,

-- এত সুন্দর কাটলো দিনটা বলার না। আমরা তো মাঝেমধ্যে এরকম এক জায়গায় হতেই পারি। তবে নোটিসটা যেন আরও আগে পাই।

শ্রমণা এগিয়ে এসে ওর হাতদুটো ধরে বলে,

-- সত্যি রে তুই ঠিক বলেছিস। আসলে এত দেরীতে সব ঠিক হোল। আজ সকালে চৈতী আসার পরে। তবু তো তোরা এসেছিস। আমরা তো ভাবতেই পারিনি এত জন আসতে পারবি। এর পরের বার আরও সময় নিয়ে প্ল্যান করে সব করব কথা দিচ্ছি।

নয়না এসে জড়িয়ে ধরে বিশাখাকে,

-- তুই আমার ওপর রাগ করিস নি তো ? অনেক দিন পরে তোকে দেখে একটু পিছনে লাগতে ইচ্ছা করল। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না বিশ্বাস কর। আমি সত্যিই দুঃখিত।

বিশাখা হেসে বলে,

-- না, না, আমি কিছু মনে করিনি রে। তোকে তো আমি চিনি।

সকলেই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল সুন্দর দিনটার জন্য শ্রমণাকে ধন্যবাদ জানিয়ে। চৈতীও ওদের সঙ্গ নিল। বেচারা কোন সকালে এসেছে।

সকলে চলে গেলে একটা চেয়ার টেনে বারান্দার একধারে চুপ করে বসে আকাশের দিকে আনমনে তাকিয়ে আজকের দিনটার কথা ভাবতে চেষ্টা করে শ্রমণা। ছুটির দিনে একা একা সারাটা দিন কাটাতে হবে ভেবে সকালে তার কান্না পাচ্ছিল। তার বদলে কি সুন্দর ভাবে দিনটা কেটে গেল। বন্ধুদের প্রতি মমতায় মনটা তার ভরে ওঠে। শুধু বিশাখার কথা ভেবে কষ্ট হয়। ওদের দলের মধ্যে একমাত্র বিশাখাই সুখী হতে পারেনি। শাশুড়ীর অত্যাচারে বিধ্বস্ত মেয়েটা। তবু আজ আসতে পেরে একটু সময়ের জন্য হলেও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতে পেরেছে ভেবে শ্রমণা একটু স্বস্তি বোধ করে। কলেজ রিয়ুনিয়ানে কি আসতে পারবে ? কে জানে ! হয়তো শাশুড়ী আটকে দেবেন। কি কপাল করেই যে মেয়েটা এসেছে। নয়নার মতন শ্রমণাও প্রতিমের উপর বিরক্ত হয়। বন্ধুরাই বা কি করতে পারে ? দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রমণা উঠে দাঁড়ায়। সারাদিনের নিরঙ্কুশ আনন্দের উপরে একটা বিষাদের প্রলেপ পড়ে। এখন কটা বাজে ? তবে বেশী রাত হয়নি বোঝা যায়। দীপ কখন ফিরবে কে জানে আর ফিরলে পরে খাবে কিনা তারও ঠিক নেই। শ্রমণা ঘরের দিকে পা বাড়িয়েই চম্‌কে ওঠে। ওদের গাড়ীটা গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ী থেকে হৈ হৈ করে নামতে নামতে দীপ চেঁচিয়ে ওঠে,

-- শ্রী, দ্যাখো তোমার জন্য একটা দারুণ জিনিষ এনেছি।

শ্রমণা দেখে দীপের কোলে সাদায়-কালোয় মেশানো ছোট্ট একটা কুকুর ছানা। বোতামের মতন গোল গোল ছোট্ট চোখে ওর দিকে ঘাড় কাৎ করে তাকিয়ে আছে। ছুটে এসে শ্রমণা দীপের হাত থেকে তাকে তুলে নিয়ে বলে,

-- ওমা, কি মিষ্টি ! কোথায় পেলে গো ?

-- মিঃ মেহেরার প্রেজেন্ট তোমার জন্যে।

তারপর কথা ঘুরিয়ে বলে,

-- তোমার পিবি-কে ফোন করে দিয়েছিলাম। এসেছিল নিশ্চয়ই। আর তার মানে তোমার দিনটা ভালই কেটেছে।

কুকুর ছানাকে আদর করতে করতে শ্রমণা বলে,

-- শুধু চৈতীই নয়, আরও অনেকেই এসেছিল। কলেজের সব বন্ধুরা। তুমি সকলকেই চেন।

দীপ চোখ গোল গোল করে বলে,

-- আরেব্বাস্ ! তোমার তো দারুণ সময় কেটেছে আজ !

শ্রমণা বলে ,

-- সে সব কথা পরে হবে। আগে চল হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নেবে মাসী আজ সাধ মিটিয়ে রান্না করেছে।

দীপকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে ঘরে ঢোকে শ্রমণা। ❑